15

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৯

শিক্ষা আন্দোলন

কামরুন নাহার বিশ্বাস

"২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা"–নামক সামাজিক আন্দোলনের অনুকূলে বর্তমান সরকারের যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার –এরই পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার মহতী পদক্ষেপটি নিঃসন্দেহে সময়োচিত এবং বাস্তবমুখী একটা পদক্ষেপ।

কিন্তু পত্রিকায় যখন দেখি "বান্দরবন পার্বত্য জেলার ৭টি থানায় বিদ্যালয় গমনোউপযোগী ৩২ হাজার ৩শ' ৫৯ জন বালক–বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে",–

"দুর্গাকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রটি নির্বিঘ্নে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েও স্কুল ড্রেসের জন্য শিক্ষকদের ক্রমাগত চাপ প্রয়োগের ফলে ছেলেটির স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে"– যখন দেখি " উত্তরাঞ্চলে প্রায় ৯ লাখ বালক-বালিকা স্কুলে যাচ্ছে না তখন স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, 'সবার জন্য শিক্ষা' বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে কতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বা রাখতে সক্ষম হবে।

সরকার সম্প্রতি সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অধীনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সমাজে অসুবিধাজনক অবস্থায় নিপতিত ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মসূচীতে দরিদ্র ও অশিক্ষিত পিতামাতার সন্তানেরা যাতে পরবর্তীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় তাদের এই কর্মসূচীর আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৫ কোটি ৯৯ লাখ ৩২ হাজর টাকা। সরকারী অর্থ থেকে প্রকল্পের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। প্রথম বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১ কোটি ৭৯ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন "গণশিক্ষা পরিচালক" নামে একজন পরিচালক নিয়োগ করেছেন এবং পরিচালকের জন্য দফরতও খোলা হয়েছে। শিক্ষক নির্বাচন করা হয়েছে ৭শ' ৬৮ জন এবং

নির্বাচিত শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সও সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকদের মধ্যে থেকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইমামদেরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠ্যসূচীতে মক্তবভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা এবং প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পাঠ্যসূচীও তৈরী করেছে।

সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের সূচনা থেকেই শুরু হয়েছে কার্যক্রমের নবযাত্রা। উদ্দেশ্য হলো আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় যে সব শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করছে না কিংবা যারা মাঝপথে শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করছে, তাদেরকে পুনরায় একটা বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষায়তনে ফিরিয়ে আনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করা; তুলনামূলকভাবে বয়স্ক কিশোর-কিশোরী যারা তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিশুদের সাথে একত্রে শিক্ষাগ্রহণে অস্বস্তি বোধ করবে তাদের জন্য একটা শিক্ষাধারা সৃষ্টি করা; সাধারণভাবে বয়স্কদের জন্য এবং বিশেষ করে ১৫-৩৫ বছর বয়সীদের জন্য প্রচলিত বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম আরো জোরদার করা– ইত্যাদি। উল্লেখিত কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাপ্রাপ্তদের জীবনব্যাপী শিক্ষাচর্চা প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করা, যেন নব অর্জিত সাক্ষরতা সতেজ ও সজীব থাকে এ সবই হচ্ছে উপ-আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অধীনে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমকে ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ১. পূর্ব প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা; ২. উপ-আনুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা; ৩: বয়স্ক শিক্ষা বা সাক্ষরতা কর্মসূচী এবং ৪. জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রক্রিয়া। এই চারিটি স্তরের মধ্যে মৌলিক শিক্ষাস্তরে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের সংখ্যা ১ কোটি ৯২ লাখ। এর মধ্যে ১ কোটি ৫৪ লাখ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বাকি ৩৮ লাখ রয়ে গেছে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে। আবার ভর্তি হওয়া শিশুদের মধ্যেও শতকরা ৬৫.৫ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। ফলে বেশীর ভাগ শিশুই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। দারিদ্র্য ও জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হবার তাড়নায় মূলতঃ শিশুরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে। কিন্তু তাদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখবার কোন আনুষ্ঠানিক বা সুসংগঠিত ব্যবস্থা উপ-আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের মধ্যে নেই–যেটা অনতিবিলম্বে চালু করা অত্যন্ত জরুরী। নইলে যারা ইতিমধ্যে ভর্তি হয়েছে তাদেরকেও বেশীদিন আর বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাবে না।

ডঃ এলেন সাত্তার (বেইসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর "ইউনিভার্সাল প্রাইমারী এডুকেশন ইন বাংলাদেশ" গ্রন্থে প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অসমতা প্রসঙ্গে বলেন যে, অশিক্ষিত পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে। কারণ তাদের নিজ বাড়ীতে কেউ শিক্ষিত নয়। নেই কোন বই–পুস্তক, পাঠযোগ্য কোন বস্তু। এইসব পরিবারের শিশুরা সেইসব কথা শুনতে এবং ব্যবহার করতেও অভ্যস্ত হবে না যেগুলিতে শিক্ষিত পরিবারের শিশুরা অভ্যস্ত। এসব শিশু যখন অধিকতর সুবিধাভোগী সহপাঠিদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে তখন তাদের শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং নিরুৎসাহিত হওয়ার কারণ স্বভাবতই বেশী থাকবে। তাই সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ এসব শিশুদের জন্য বিশেষ উৎসাহের প্রয়োজন।

সরকারের এই শিক্ষা কার্যক্রম নিঃসন্দেহে একটি সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে– এইসব বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষক–শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে যোগ্যতা অর্জন করা এবং শিক্ষা সামগ্রীর সযত্নে বাছাই ও নির্ধারণ করা। দারিদ্র্য আমাদের বিকাশের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকে বহুলাংশে অবদমিত করে দেয় ঠিকই কিন্তু জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সে কথা সত্য নয়। খাবারের জন্য, ঘুমাবার জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য আমরা যেমন অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকি না, ঠিক একইভাবে শিক্ষার জন্যও অন্যের উপর চেয়ে থাকলে আমরা তা লাভ করতে পারবো না। শিক্ষার জন্য দরকার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংকল্প, বাস্তবসম্মত সরকারী পরিকল্পনা এবং তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক আন্দোলন। তাই এই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ঘরে ঘরে জাগিয়ে তুলতে হবে শিক্ষার চাহিদা এবং একবার যদি তা জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে কি করে শিক্ষাদান করতে হবে, কে তা করবে তা সমাজ-ই নির্ধারণ করে দেবে। কাজেই শিক্ষক নেই, স্কুলে ঘরের ছাউনি নেই, শিক্ষকদের বেতন নেই–এসব সমস্যা তখন আর দেখা দেবে না।

তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমরা জানি জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হবার তাড়নায় শিশুদের পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না। তার কারণ– কৃষক তার যে ছেলেটিকে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাচ্ছেন সে ছেলেটি ক্ষেতে পিতার কাজে সাহায্য করলে তাদের পরিবারের জন্য সেটা উৎপাদনমুখী হচ্ছে। আবার মেয়েটি পারছে তার মাকে সংসারে উৎপাদনমুখী কোন না কোন কাজে সহযোগিতা করতে, তাতে তাদের পারিবারিক সচ্ছলতা বাড়বে। কিন্তু যে ছেলে-মেয়েটিকে দরিদ্র বাবা-মা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাবেন তার জন্য প্রাথমিক চাহিদা– যেমন, প্রথমতঃ শিশুটিকে কি খাইয়ে স্কুলে পাঠাবে? খাবার যদিও একটু সংস্থান করতে পারলো, কিন্তু কি পরিয়ে তাকে বিদ্যালয়ে পাঠাবে? এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়টি হলো, শিক্ষা আন্দোলনকে সমাজে গঠনমূলক রূপ দেওয়া যদি সরকার মৌলিক কর্তব্য বলে মনে করেন, তাহলে বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য স্কুলে একবার পুষ্টিকর টিফিনের ব্যবস্থা করা এবং শিশুদের জন্য দু'টি করে স্কুল ড্রেস বরাদ্দ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। নইলে এই বাস্তবমুখী মহতী পদক্ষেপ অংকুরেই হয়তো বিনষ্ট হবে।